১. সুবাষিনী

জন্ম ঃ

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯১৭ — ১৯৩০ সাল পরে আবার ১৯৩৯ এ মঞ্চে আসেন*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *স্টার; মিনার্ভা; মনোমোহন; নাট্যমন্দির।*

প্রধান চরিত্র ঃ
খাসদখল (১৯১৭) — গিরিবালা
চন্দ্রশেখর (১৯১৭) — দলনী

স্টার —
সাজাহান (১৯১৭) — পিয়ারা
ইরানী রানী (১৯২৪) — গুলরুখ
বিষবৃক্ষ (১৯২৪) — হীরা
মত্রশক্তি (১৯২৯) — তুলসী

মিনার্ভা —
কিন্নরী (১৯১৮) — কিন্নরী ভদ্রা
প্রভাসমিলন (১৯১৮) — শ্রীকৃষ্ণ
মেবার পতন (১৯১৮) — মানসী
মিশর কুমারী (১৯১৯) — বুলা
আবুহোসেন (১৯১৯) — রোকেনা
ফুলশর (১৯২২) — মদন
আত্মদর্শণ (১৯২৫) — রতি
তুলসীদাস (১৯২৬) — ভিখারিনী
বাঙালী (১৯২৬) — ভিখারিনী
অভিযান (১৯৩৯) — গুলবাণু

মনোমোহন — *মীরাবাঈ (১৯২৮) — মীরাবাঈ*

নাট্যমন্দির —
সাজাহান (১৯২৮) — পিয়ারা
প্রফুল্ল (১৯২৮) — মাতালনি

বাংলার রঙ্গমঞ্চে কিন্নর কণ্ঠী গায়িকা নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদনের বিখ্যাত অপেরা "কিন্নরী"। ১লা ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে সুবাষিনী কিন্নরী ভদ্রার ভূমিকায় অভিনয় করলেন। এর আগেই তিনি স্টারে খাসদখল, চন্দ্রশেখর, জীবনসন্ধ্যা প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন।

১৯১৯ সালের ৫ই জুলাই মিনার্ভায় অভিনীত হয়। পুরানো ধারার শেষ সার্থক কীর্তি রূপে চিহ্নিত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তর ''মিশর কুমারী'' নাটক। সাংগীতিক দিক থেকে এই নাটকের গুরুত্ব বিশেষ আলোচনার দাবি করতে পারে। জমাটি নাচ-গান এবং কৌতুক রসে দর্শককে মাতিয়ে রাখল এই নৃত্যগীত বহুল নাটক। বুলা চরিত্রে সুবাষিনীর হল অনবদ্য অভিনয়। ১৯৩৯ সালে দীর্ঘ ৯ বছর পর আবার মিনার্ভায় ফেরেন সুবাষিনী। 'অভিযান' নাটক অভিনীত হয়১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মহম্মদ বিন তুঘলক— নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর এই রচনাকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেন। কারণ ইতিহাসের উপাদান নিশ্চই এই নাটকে ছিল। এখানে মহম্মদ বিন তুঘলকের কাহিনীতে দুই উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। একটি হল তুঘলক-কন্যা কিরিনা আর ফিরোজের ভালোবাসার কাহিনী আর অন্যটি 'গুলবানু' নামে এক বাঁদীর সঙ্গে শিল্পী আমেদ হোসেনের প্রেমকাহিনী। এই 'গুলবাণু' চরিত্রে রূপদান করেন সুবাসিনী — প্রমাণ করেন তিনি শুধু একজন বড়ো মাপের গায়িকা-ই নন একজন বড়ো মাপের অভিনেত্রী-ও বটে।।

২. আশ্চর্য্যময়ী

জন্ম ঃ *১৮৯৭* *মৃত্যু ঃ*

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯১৩ — ১৯২৭ সাল*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *স্টার; মিনার্ভা; মনোমোহন; মিত্র থিয়েটার।*

প্রধান চরিত্র ঃ

স্টার —

'মৃণালিনী' (১৯১৫/২৪) — গিরিজায়া
'বিল্বমঙ্গলী' (১৯১৫) — পাগলিনী
'বঙ্গবিক্রম' (১৯১৫) — মজনু বেগম
কপাল কুন্ডলা (১৯১৫) — পেশমন
সওদাগর (১৯১৫) — যুথিকা
জয়দেব (১৯১৬) — পদ্মাবতী
অহলাবাঈ (১৯১৬) — তুলসী
রাজসিংহ (১৯১৬) — জেবুন্নিসা
রিজিয়া (১৯১৬) — ইন্দিরা
রাজা ও রানী (১৯১৯) — সখী
জীবন সন্ধ্যা — পুষ্পকুমারী
হরিরাজ (হ্যামলেট.) — অরুণা
খাসদখল — গিরিবালা
লায়লা-মজনু — লায়লা
বন্দিনী (১৯২৪) — তাবেজ
সরলা (১৯২৪) — শ্যামা ঝি
বিষবৃক্ষ (১৯২৪) — দেবেন দত্ত

বলিদান (১৯২৫) — জোবি
চন্দ্রশেখর (১৯২৫) — দলনী বেগম
গৃহলক্ষী (১৯২৫) — কুমুদিনী

মিনার্ভা — চন্দ্রশেখর (১৯১৩) — দলনী বেগম
কালপরিনয় (১৯১৩) — কালী ঝি
মৃণালিনী (১৯১৩) — গিরিজায়া
ভীষ্ম (১৯১৩) — দিতি

মনোমোহন — চন্দ্রশেখর নাটকের গান (১৯১৭) — দলনী বেগম
পানিপথ (১৯১৭) — দেলেরা
চাঁদেচাঁদে (১৯১৭) — রাধিকা
মোগল পাঠান (১৯১৮) — দরবেশ
জয় পরাজয় (১৯১৮) — সুখী
দেবলা দেবী (১৯১৮) — মতিয়া
পরদেশী (১৯১৮) — সাকিয়া
ওলোট পালোট (১৯১৯) — ?
হিন্দুবীর (১৯২০) — মেহের
বিষবৃক্ষ (১৯২০) — হীরা
বঙ্গে বর্গী (১৯২১) — গৌরী
শ্রীরামচন্দ্র (১৯২৭) — শবরী / রাজলক্ষী

মিত্র থিয়েটার — সাজাহান নাটকে (১৯২৭) — পিয়ারা
চাঁদ সওদাগর (১৯২৭) — নেতা
চন্দ্রগুপ্ত (১৯২৭) — বিজয়া

২৬শে জুন ১৯১৫ সাল — অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টারের 'মৃণালিনী' নাটকের বিজ্ঞাপন বের হয় "that renowned Nightangle of the Bengali stage will appear for the first time on the Board of the STAR THEATRE," গিরিবালার ভূমিকায় সেদিনের renowned Nightangle হলেন আশ্চর্যময়ী, — (রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী — অমিত মৈত্র — ১ম প্রথম সংস্করন জানূয়ারী ২০০৪)। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় দিয়েই জীবন শুরু হয়। মূলত নরীসুন্দরী অভিনীত চরিত্র গুলোতে। কিন্তু কিছু মাস পরই তিনি মঞ্চ থেকে হারিয়ে যান। আবার ১৯১৫ সালে স্টারের বিজ্ঞাপনে তাঁকে আমরা খুঁজে পাই। শোনা যায় তাঁর অসাধারণ কন্ঠ মাধুর্য্যের জন্য বিশেষ চরিত্র নির্মাণ করাও হত। এমন কথাও মনে করা যায় স্টারের সেই সময়ের সর্বাধিনায়ক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — আশ্চর্যময়ীকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন। যদিএ অভিনেত্রী সুশীলাবালার পরিবর্তনরূপে ১৯১৩ সালে মিনার্ভার মালিক নরেন্দ্রনাথ সরকার মশাইয়ের কাছেই আশ্চর্য্য-র হাতেখড়ি। দানীবাবুর সঙ্গে একমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'পানিপথ' নাটকে — অভিনয় স্থান মনোমোহন — সাল ১৯১৭, ১৮ই অক্টোবর। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। গায়িকা হিসাবেই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেন। গ্রামাফোন কোম্পানীর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন - মিস্ আশ্চর্যময়ী নামে বহু রেকর্ড করেন। বাংলা নাটকের গানে তাঁর অবদান নাট্য ইতিহাস রচনায় এক বড়ো অধ্যায়ের দাবি রাখে।

৩. নরীসুন্দরী

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৮৯২ — ১৯২৬ সাল*

জন্ম ঃ *১৮৬৭* *মৃত্যু ঃ* *১৯৩৯*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *স্টার; মিনার্ভা; মনোমোহন; মিত্র থিয়েটার।*

প্রধাণ চরিত্র ঃ

স্টার —

ঋশ্যশৃঙ্গ (১৮৯২ - ১৯০৭) — ঋশ্যশৃঙ্গ
চন্দ্রশেখর (১৮৯৪) — দলনী বেগম
রাজসিংহ (১৮৯৬) — দরিয়া
কালপাহাড় (১৮৯৬) — দোলেনা
পারস্য প্রসুন (১৮৯৭) — পারিসানা
মায়াবসান (১৮৯৭) — রঙ্গিনী
যাদুকরী (১৯০০) — সোনালী
বিষবৃক্ষ (১৯০১) — সূর্যমুখী
সাবিত্রী (১৯০২) — সাবিত্রী
বেদৌরা (১৯০৩) — বেদৌরা
বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) — বিজয়া
রানাপ্রতাপ (.) — মেহেরউন্নিসা
পদ্মিনী (১৯০৫) — নসীবন
সাবাস বাঙ্গালী (১৯০৫) —
সরলা (১৯১০) — সরলা
তাজব ব্যপার (১৯১০) — জি বি লাহিড়ী
লায়লা মজনু ( ) — লায়লা
তরুবালা ( ) — আমোদিনী
দক্ষযজ্ঞ ( ) — প্রসুতি
আশা কুহকিনী ( ) — হৈমবতী
অন্নদামঙ্গল ( ) — রতি
চৈতন্যলীলা ( ) — নিমাই
হারানিধি ( ) — কমলা
ভ্রমর ( ) — ভ্রমর

নরমেধ যজ্ঞ ( ) — কাত্যায়নী
বেহুলায় ( ) — মনিভদ্রা
রাজসিংহ (১৯১১) — জেবউন্নিসা
খাসদখল (১৯১২) — মোহিত
অবতার (১৯১২) — গোপাল
ধর্ম বিপ্লব ( ) — দুর্গাবতী
কিসমিস ( ) — বিলাসবতী
মাধবী কঙ্কন ( ) — শৈবালিনী
চাঁদবিবি ( ) — কয়জান
রানী দুর্গাবতী ( ) — রূপমতী
প্রণয় পরীক্ষা ( ) — তরলা
শরৎ-সরোজিনী (১৯১৪) — ভুবন মোহিনী
বড় ভালোবাসি (১৯১৪) — সোকিয়া
অভিমানিনী (১৯১৪) — ললিতা
অহল্যাবাঈ (১৯১৪) — গঙ্গাবাঈ
শঙ্করাচার্য্য (১৯১৪) — মহামায়া
অভিনেত্রীর রূপ (১৯১৪) — অপরাজিতা
বাসবদত্তা (৯১২১) — সুসংগীতা

মিনার্ভা — বিল্বমঙ্গল (১৯১১) — পাগলিনী
চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) — ছায়া
নন্দবিদায় (১৯১১) — যশোদা
জনা (১৯১১) — জনা
সরলা (১৯১১) — সরলা
পাষানে প্রেম (১৯১১) — ঘনরাম
তপোবল (১৯১১) — বেদমাতা

মিত্র থিয়েটার — (অ্যালফ্রেড মঞ্চ) শ্রী দুর্গা (১৯২৬) — পৃথিবী

বাংলা নাটকের আলোচনায় নাট্যসংগীতের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। নরীসুন্দরী সেখানে নিজগুণে বিরাজমান। তাঁর গাওয়া বহু নাটকের গান প্রচারিত হয়েছিলো গ্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। এছাড়া মঞ্চেও তাকে নানানরকমের গান গাইতে হতো। তাঁর জীবনের প্রথম প্রথম চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। এই চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ নাটকটাকে বহু সাংগীতিক নাট্যমুহূর্ত উপহার দেয়। ১৮৯২ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত টানা চোদ্দ বছর স্টারে নাটকটি চলে।

১৮৯৪ সালে অভিনীত ''চন্দ্রশেখর'' নাটকের ''অজু কাহা মেরী'' এবং ১৯০০ সালে অভিনীত ''যাদুকরী'' নাটকের ''কাঁচা বয়স দেখে'' গান দুটি যেমন মঞ্চে তেমনি পরবর্তীকালে গ্রামাফোনে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। ১৯০৫ সালে অভিনীত 'সাবাস বাঙালী' নাটকটি ছিল প্রচারমূলক প্রহসন। বয়কট ও স্বদেশী প্রচারে এর গানগুলো বার বার গাওয়া হত। এবং এই দায়িত্ব সর্বতভাবে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন নরীসুন্দরী। নাটক বিষয়ক প্রবন্ধকার অমিত মৈত্র-র লেখায় জানতে পারি রেকর্ড সংগ্রাহক স্বর্গীয় সুরজলাল মুখোপাধ্যায় নরীসুন্দরীর গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ''- আজ সংগীতের রিমেক যুগে নরীসুন্দরীর গানগুলি বাংলায় এক নতুন হাওয়া বইয়ে দেবে; কেন যে কেউ উদ্যোগী হন না?''

৪. অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ঃ ***১৮৭৬ (1ST APRIL)*** *মৃত্যু ঃ* ***১৯১৬ (6TH JANUARY)***

অভিনয়ের সময়কাল ঃ ***১৮৯৬ — ১৯১৫ সাল***

অভিনয় মঞ্চ ঃ *ক্লাসিক, এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ; মিনার্ভা; গ্র্যান্ড থিয়েটার; নিউ ক্লাসিক, স্টার, গ্রেট ন্যাশনাল।*

প্রধান চরিত্র ঃ

ক্লাসিক —

নলদময়ন্তী (১৮৯৭) — নল
দক্ষযজ্ঞ (১৮৯৭) — মহাদেব
হারানিধি (১৮৯৭) — অঘোর
বিল্বমঙ্গল (১৮৯৭) — বিল্বমঙ্গল
দেবী চৌধুরানী (১৮৯৭) — ব্রজেশ্বর
হরিরাজ (১৮৯৭) — হরিরাজ
বুদ্ধদেব (১৮৯৭) — বুদ্ধ
রাজা ও রানী (১৮৯৭) — বিক্রমদেব
পূর্ণচন্দ্র (১৮৯৭) — পূর্ণচন্দ্র
আলিবাবা (১৮৯৭) — হুসেন
কাজের খতম (১৮৯৭) — মতিলাল
মেঘনাদ বধ (১৮৯৮) — মেঘনাদ
প্রফুল্ল (১৮৯৮) — ভজহরি
ইন্দিরা (১৮৯৮) — উপেন্দ্র
নির্ম্মলা (১৮৯৮) — কিশোর
প্রফুল্ল (১৮৯৮) — যোগেশ
সিন্ধুবধ (১৮৯৯) — দশরথ
দেলদার (১৮৯৯) — গহন
পলাশীর যুদ্ধ (১৮৯৯) — সিরাজ
সীতার বনবাস (১৮৯৯) — লক্ষণ

‘‘ভ্রমর’’ (১৮৯৯) — গোবিন্দলাল
ম্যাকবেথ (১৮৯৯) — ম্যাকবেথ
মজা (১৯০০) — হরিহর
দক্ষযজ্ঞ (১৯০০) — দক্ষরাজ
পান্ডব গৌরব (১৯০০) — ভীম
দুটি প্রাণ (১৯০০) — সুন্দর
সীতারাম (১৯০০) — সীতারাম
সোনার স্বপন (১৯০০) — বিভোর
থিয়েটার (১৯০০) — গুনেন
সধবার একাদশী (১৯০০) — নিমচাঁদ
সরলা (১৯০০) — বিধূভূষণ
চাবুক (১৯০১) — প্রিয়লাল
রাম নির্বাসিন (১৯০১) — রাম
মনের মতন (১৯০১) — কাউলক
‘‘কপালকুন্ডলা’’ (১৯০১) — নবকুমার
মৃণালিনী (১৯০১) — হেমচন্দ্র
রাবণ বধ (১৯০১) — রাবণ
গুপ্তকথা (১৯০১) — অর্দ্ধচ ন্দ্র
‘‘বহুত আচ্ছা’’ (১৯০২) — মিঃ চম্পটী
শিবাজী (১৯০২) — শিবাজী
ফটিক জল (১৯০২) — প্রভাত
বিল্বমঙ্গল (১৯০৩) — বিল্বমঙ্গল
অভিমন্যু বধ (১৯০৩) — অর্জুন ও জয়দ্রথ
সীতাহরণ (১৯০৩) — রাম
প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) — প্রতাপাদিত্য
সৎনাম (১৯০৪) — রণেন্দ্র
পেয়ার (১৯০৪) — রূপরাজ
তরনী সেন (১৯০৪) — রাম
বিক্রমাদিত্য (১৯০৪) — বিক্রমাদিত্য
চোখের বালি (১৯০৪) — মহেন্দ্র
প্রেমের পাথার (১৯০৪) — শাআলাম
শিবরাত্রি (১৯০৫) — সুবর

মিনার্ভা —	*রঘুবীর (১৯০৩) — রঘুবীর*
	আনন্দ মঠ (১৯০৩) — জীবনানন্দ
	হিরন্ময়ী (১৯০৩) — পুরন্দর
গ্র্যান্ড থিয়েটার—	*পৃথ্বীরাজ (১৯০৫) —পৃথ্বীরাজ*
	বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫) — ১ম বঙ্গসন্তান
নিউ ক্লাসিক—	*কুন্দ (১৯০৬) — নগেন্দ্রনাথ*
স্টার —	*চন্দ্রশেখর (১৯০৭) — প্রতাপ*
	সরলা (১৯০৭) — বিধূভূষণ
	প্রতাপাদিত্য (১৯০৭) — রডা
	নলদময়ন্তী (১৯০৭) — নল
	বাবু (১৯০৭) — ফটিকচাঁদ
	পদ্মিনী (১৯০৭) — লক্ষণ সিংহ
	বিজয় বসন্ত (১৯০৭) — বলবন্ত
	যৎকিঞ্চিত (১৯০৮) — সুকুমার
	কামিনী ও কাঞ্চন (১৯০৮) — প্রতুল
	জীবন সন্ধ্যা (১৯০৮) — তেজ সিংহ
	কেয়া মজাদার (১৯০৮) — প্রদোষ
	ইন্দিরা (১৯০৯) — উপেন্দ্র
	সাবিত্রী (১৯০৯) — সত্যবান
	কর্মকল (১৯০৯) — সুকুমার
	কুসুমে কীট (১৯০৯) — কায়রো
	আশা কুহকিনী (১৯০৯) — অজয়সিংহ
	দশচক্র (১৯১০) — ফকির চাঁদ
	রানী ভবানী (১৯১০) — রাজা রামকান্ত
	বেহুলা (১৯১০) — চন্দ্রধর
	সৎসঙ্গ (১৯১১) — প্রবোধ
	জীবন সংগ্রাম (১৯১১) — মিজ্জান
	নরমেধ যজ্ঞ (১৯১২) — যযাতি
	খাসদখল (১৯১২) — মোহিত
	পরপারে (১৯১২) — বিশ্বেশ্বর
	কাল পরিণয় (১৯১২) — মনীন্দ্র

গ্রেট ন্যাশনাল—	*জীবনে মরণে (১৯১১) — সাহজেনান*
	আহামরি (১৯১১) —
	বলিদান (১৯১১) — করুণাময়
	বাজীরাও (১৯১১) — বাজীরাও
	রানাপ্রতাপ (১৯১১) — রানাপ্রতাপ
	ধর্ম বিপ্লব (১৯১৩) — কালাচাঁদ
	কিসমিস (১৯১৩) — স্কুল সুপারিন্টেডেন্ট
	পান্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৯১৪) — কীচক
	শরৎসরোজিনী (১৯১৪) — শরৎ
	সীতাহরণ (১৯১৪) — রাম
	অশ্রুমতী (১৯১৪) — সেলিম
	অহল্যাবাঈ (১৯১৪) — মনহর রাও
	অকলঙ্ক শশী (১৯১৪) — জয়গোপাল দত্ত
	ক্ষত্রবীর (১৯১৪) — প্রবীর
	অভিনেত্রীর রূপ (১৯১৪) — নলিনী
	বিশ্বামিত্র (১৯১৫) — মন্দানীল
	প্রেমের জেপলিন (১৯১৫) — অবনী
	সাইন অফ দি ক্রস (১৯১৫) — মার্কাস
	সাজাহান (১৯১৫) — ঔরংজেব
	জয়দেব (১৯১৫) — জয়দেব
	মার্চেন্ট অফ ভেনিস (১৯১৫) — সাইলক

অমরেন্দ্র নাথ শুধুই যে একজন নট বা নাট্যপরিচালক ছিলেন তা-ই নয়। ভারতবর্ষে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামোফোন চালু এবং বহুল প্রচারে তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর-ই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০২ সালের ২রা নভেম্বরে ক্লাসিক থিয়েটারের সখির দলে নাচ গান করা দুই কিশোরী শশিমুখী বা ফনীবালার কণ্ঠ রেকর্ড করা হয়। শশীমুখীর গাওয়া "আমি কি সজনী কুসুমেরি" গানটি ভারতবর্ষ তথা এশীয়া মহাদেশের গ্রামোফোন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডরিক গেইসবার্গ সাহেবের রেকর্ডিং করা প্রথম গান যেটি বাংলা গান। (রেকর্ডটির অস্তিত্ব বর্তমান)।

বাংলার মানুষ প্রথম বায়োস্কোপ দেখলেন ক্লাসিক থিয়েটারের নাটকের ফাঁকে ফাঁকে। এখানেও অগ্রনী পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অমরেন্দ্র নাথ। সময় ১০৯১ সাল।

১৯০১ সালে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রায় চার বছর গৌরবের সঙ্গে এই পত্রিকা নিয়মিত রঙ্গমঞ্চের খবরাখবর দিয়েছে। 'রঙ্গালয়' নাট্য জগতে এক যুগান্তর সাধন করল।

৫. তারকবালা (মিসলাইট)

জন্ম ঃ *১৯১৫* *মৃত্যু ঃ*

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯১৯ — ১৯৪২ সাল*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *স্টার; মিনার্ভা; রঙমহল; নাট্যনিকেতন।*

প্রধান চরিত্র ঃ

স্টার —

উর্বশী (১৯১৯) — মদন
রাখী বন্ধন (১৯১৯) — বালক অমরসিংহ
বাসবদত্তা (১৯২১) — আশ্রম বালিকা
হরিশচন্দ্র (১৯২২) — রোহিতাশ্ব
মিরকাশেম (১৯২২) — ?
কর্নার্জুন (১৯২৩) — কৃষ্ণকেতু
ইরানের রানী (১৯২৪) — নর্তকী
ফুল্লরা (১৯২৮) — ফুল্লরা
শ্রীবৎস (১৯২৯) — জাহ্নবী
উত্তরা (১৯৪০) — দ্রৌপদী
গঙ্গাবতরণ (১৯৪০) — গঙ্গা
কমলে কামিনী (১৯৪১) — চণ্ডী
মদনমোহন (১৯৪১) — লালবাঈ
রানী ভবানী (১৯৪২) — রানী ভবানী

রঙমহল্ —

বিজয়িনী (১৯৩২) — মনিকা
রঙের খেলা (১৯৩২) — শ্রীমতি
অসবর্না (১৯৩২) — ?

মিনার্ভা. —

বামনাবতার (১৯৩৩) — বিশ্বাস
শিবশক্তি (১৯৩৫) — শচী
মারাঠা মোগল (১৯৩৪) —
শক্তির মন্ত্র (১৯৩৩) —
শিবার্জুন — (১৯৩৫)
গয়াতীর্থ — (১৯৩৭) — সাগরিকা / ইলা

নাট্যনিকেতন. — *খনা (১৯৩৫) — তরলিকা*
নরদেবতা (১৯৩৫) —
বিদ্যাসুন্দর (১৯৩৫) — সখী

তারকবালা (মিসলাইট)-এর আসল নাম রমা। মঞ্চ-পর্দা-বেতার তিন জগতেই মিসলাইট খ্যাতির চূড়ায়। ১৯২৯ সালে ফুল্লরা-র চরিত্রে তারকবালার অভিনয় দেখে নরেশ মিত্র 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' চলচ্চিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে ডাকেন। এবং মাত্র ২বছরেই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠলেন। ১৯৩০ সাল নাগাদ বেতার থেকেও ডাক আসতে শুরু করে। এই রেডিওর বাড়িতে কৃষ্ণচন্দ্রদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দ্রুত গান তুলে নেবার ক্ষমতা ছিল লাইটের। গ্রামাফোন কোম্পানীর ***Twin Record****-এ তাঁর বিখ্যাত গান "শেফালি তোমার আঁচলখানি"। গ্রামাফোনের*-য়ের ও তিনি নিয়মিত শিল্পী ছিলেন তিরিশের দশকে।

কৃষ্ণচন্দ্র দে, মিসলাইট, রবি রায়, কার্তিকচন্দ্র দে মিলে দীপালি নাট্যসংঘ গড়ে তোলেন। রেডিও নাটকে ও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে।

৬. নীহারবালা

জন্ম ঃ ১৮৯৯ *মৃত্যু ঃ ১৯৫৫*

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯০৮ ; ১৯১৭ — ১৯৩৮*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *ন্যাশনাল থিয়েটার, স্টার; মনোমোহন থিয়েটার; নাট্যনিকেতন।*

প্রধান চরিত্র ঃ

স্টার — *অযোধ্যার বেগম (১৯২১) — জিন্নাৎ*
কর্নার্জুন (১৯২৩) — নিয়তি
রাজা ও রানী (১৯২৩) — ইলা
সুদামা (১৯২৩) — রুক্মিণী
জয়দেব (১৯২৩) — শ্রীকৃষ্ণ
ইরানের রানী (১৯২৪) — রাজনর্তকী
বিবাহ বিভ্রাট (১৯২৪) — নর্তকী
ফুল্লরা (১৯২৪) — মিসেস কারফরমা
চন্দ্রগুপ্ত (১৯২৪) — হেলেন
মৃণালিনী (১৯২৪) — মৃণালিনী
খাসদখল (১৯২৪) — মোক্ষদা
জনা (১৯২৫) — মদনমঞ্জরী
চন্দ্রশেখর (১৯২৫) — সুন্দরী
মেবার পতন (১৯২৫) — মানসী

পান্ডব গৌরব (১৯২৬) — খেসেরানি
চন্ডীদাস (১৯২৬) — রামী
ফুল্লরা (১৯২৮) — ফুল্লরা
শ্রীবৎস (১৯২৯) — নলিনী

মনোমোহন — মুক্তির উপায় (১৯৩০) — হৈমবতী
গৈরিক পতাকা (১৯৩০) — বীরাবাঈ
কারাগার (১৯৩০) — চন্দনা

নাট্যনিকেতন — ধ্রুবতারা (১৯৩১) — ?
সাবিত্রী (১৯৩১) — সাবিত্রী
সিরাজদৌলা (১৯৩৭) — আলেয়া
মীর কাশিম (১৯৩৮) — ফতিমা বেগম

নীহারবালা মাত্র নয় বছর বয়সে ন্যাশনাল থিয়েটারে ''কল্যানী'' নাটকে 'নীলু'-র চরিত্রে রূপ দেন। সময় ১৯০৮ সাল। এরপর ১৯১৭/১৮ যখন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মনোমোহন থিয়েটারে তখন ব্যালে গ্রুপে নীহারবালা অভিনয় করতেন। গানে ও নাচে তিনি দর্শকের মন জয় করতেন। চরিত্র অভিনয় শুরু ১৯১৮ সালে 'কিন্নরী' নাটকে সুভদ্রা চরিত্রে। কিন্তু অপরেশচন্দ্র এই নাটক চালাতে পারেননি স্টার থিয়েটারে। ফলে ছেদ পড়ল নীহারবালার অভিনয়ে।

১৯২১ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন স্টারে — নাটক — ''অযোধ্যার বেগম''।।

১৯২৬ সালে তাঁর অভিনীত ও গাওয়া চন্ডীদাস নাটকের বিখ্যাত গান ''বঁধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে না পারি ঘরে।'' চন্ডীদাস নাটকে নীহারবালা ভাবে, ভাষায়, গানে রামী চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।''.....আমরা অসংশয়ে বলতে পারি যে ''চৈতন্যলীলার'' পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চন্ডীদাসের ন্যায় মনোমুগ্ধকর নাটক বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই.....'' (- আনন্দবাজার ১৯২৭ সাল ১লা জানুয়ারী)।।

৭. চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

জন্ম ঃ ১৮৮১ মৃত্যু ঃ ১৯৩৫

প্রঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর জন্ম শান্তিপুর - নদীয়া জেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং রেলে চাকরি করেন। প্রখ্যাত ছিলেন হাস্যরসিক অভিনেতা হিসাবেই। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতে গ্রামাফোন রেকর্ডের প্রচলন হয় এবং দুই দশক ধরে গ্রামাফোন কোম্পানীর রেকর্ডে তার হাস্যরসাত্মক কৌতুক নক্সা, কৌতুক কথোপকথন, হাসির গান, জনপ্রিয়তা লাভ করে। রেকর্ড লেবেলে তাঁর নামের আগে 'প্রফেসর' শব্দ এবং নামের পরে "সঙ্গীত মিত্রালয়" লেখা থাকতো। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথায় লিখেছেন — তিনি চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কমিক শুনেছেন অবিনাশ মেসোর বাড়িতে ছোটবেলায়। তাঁর লেখা উদ্ধৃত করলাম ঃ ".....একবার বড়ো মেয়ের বিয়েতে মেসো ব্যবস্থা করলেন প্রোফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কমিকের। সেইসময় কলকাতার সবচেয়ে নামকরা কমিক অভিনেতা ছিলেন গোস্বামী মশাই। এ জিনিষটা আজকাল ক্রমে উঠে যাচ্ছে। ঘন্টাখানেক ধরে একজন লোক নানান রংতামাশা করে দর্শককে জমিয়ে রাখবে এমন ক্ষমতা আজ আর কারুর নেই। চিত্তরঞ্জন গোস্বামী সেটা অনায়াসে পারতেন। আলিপুরের বিয়েতে তাঁর একটা কমিক আমার এখনও মনে আছে, তার কারণ সেটা শুনে আমার লক্ষণের শক্তিশেলের কথা মনে হয়েছিলো;

'রাবণ আসিল যুদ্ধে পরে বুট জুতো
(আর) হনুমান মারে তাঁরে লাথি চড় গুতো —
(নামের কি বা মহিমা, রাম নামের কি মহিমা!).....

এ জিনিস অবশ্য চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর মতো কেউ গাইতে পারবে না। কমিক দেখিয়ে আমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে সব শেষে ভদ্রলোক টপটপ করে খেয়ে ফেললেন উনিশটা রসগোল্লা।" — (যখন ছোট ছিলাম" - সত্যজিৎ রায় - ১ম সং ১লা বৈশাখ ১৩৮৯)

তখনকার সমাজের নানান কুসংস্কার; কুপ্রথার বিরুদ্ধে-ই তিনি গান গেয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কমিক গানগুলোর মধ্যে রাবণবধ পালা; মালিনীর খেদ; তাম্রকূট মাহাত্ম; মেয়ের বিয়ে বিখ্যাত। ২৫বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে হাস্য কৌতুক অভিনয়কেই উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। মেকআপ ছাড়া ৫২ রকমের হাসি দেখাতে পারতেন। মঞ্চে নাটকেও অভিনয় করেছেন — ১৯২৬ সালের ১লা ডিসেম্বর নাট্যমন্দিরে ক্ষীরাদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদনের 'নরনারায়ণ' নাটকে 'ঘটোৎকচ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

নির্বাক যুগের কয়েকটি সিনেমায় তিনি অভিনয়ও করেন। যেমন বিয়ের বাজার (১৯২২); ভ্রান্তি (১৯২৮); সত্যপথে (১৯৩৫) বলা যেতেই পারে প্রঃ গোস্বামী ছিলেন বিংশ শতকের প্রথম স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। যার প্রতিভার স্বাক্ষর এখনও বর্তমান কিছু প্রায় ভঙ্গুঁর গ্রামাফোন ডিস্কে - সংস্কৃতির ইতিহাসের স্বার্থে যা সংরক্ষণ করা একান্ত-ই প্রয়োজন।

৮. রাজলক্ষী

জন্ম ঃ ১৯০২ সাল *মৃত্যু ঃ ১৯৭২ সাল*

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯৩০ সাল থেকে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু।*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *স্টার; নাট্যভারতী; মিনার্ভা; রঙমহল।*

প্রধান চরিত্র ঃ

ঋষির মেয়ে — চারনী
গৃহপ্রবেশ — ভিখারিনী
মন্ত্রশক্তি — জোহরাবাঈ
তটিনীর বিচার — কৃষ্ণভামিনী
পথের সারি — বিন্দুবাসিনী
বিদ্যাপতি — মহামায়া
কারাগার — ধরিত্রী
চন্দ্রগুপ্ত — ছায়া

রঙ্গাঁলয়ে গায়িকা-অভিনেত্রী রূপেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। রেকর্ড সংগীতে-ও তিনি ছিলেন এক অতি পরিচিত নাম। কারাগার নাটকে তাঁর গান বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করে। শিশির ভাদুড়ী ছিলেন তাঁর অন্যতম নাট্যগুরু।

৯. রেণুবালা

জন্ম ঃ ১৯০৮ সাল *মৃত্যু ঃ ১৯৭৯ সাল*

অভিনয়ের সময়কাল ঃ *১৯২২ — ১৯৩৮*

অভিনয় মঞ্চ ঃ *মিনার্ভা; রঙমহল; চিপ থিয়েটার; রূপমহল ।*

প্রধান চরিত্র ঃ

মিনার্ভা ঃ

আলিবাবা (১৯২২) — কাঠুরিয়া
চন্দ্রগুপ্ত (১৯২২) — আত্রেয়ী
সরলা (১৯২২) — ?
প্রফুল্ল (১৯২২) — যাদব
আত্মদর্শন (১৯২৫) — সুখ
বাঙালী (১৯২৬) — ললিত
ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬) — লিলি
সত্যের সন্ধান (১৯২৮) — সুবদনা

মিশর কুমারী (১৯৩০) — মায়া
প্রতাপাদিত্য (১৯৩২) — বিণুর্ম্ম
বিষ্ণুমায়া (১৯৩৮) — ?

রঙমহল ঃ
বনের পাখি (১৯৩২,) — ভুলী
মহানিশা (১৯৩৩) — প্রিয়ম্বদা
বাংলার মেয়ে (১৯৩৪) — ভবানী
পথের শেষে (১৯৩৬) — আন্নাকালী

চিপ থিয়েটার ঃ
আত্মাহুতি (১৯৩৬) — ?

রূপমহল ঃ
আবুল হাসান (১৯৩৬,) — মমতাজ

অভিনেত্রী ছোট হরিমতী এবং নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে রেণুবালা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় 'সুখ' চরিত্র করেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এর পরেই তাঁর নামের সঙ্গেঁ 'সুখ' শব্দটি জুড়ে যায় এবং তিনি পরিচিত হন রেনুবালা (সুখ) নামে। ১৯৩০ সালে এই মঞ্চেই 'দেশের ডাক' নাটকে 'ভন্ডুল'-য়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সমস্ত নাটক জুড়েই ভন্ডুল, অসাধারণ এক গ্রাম্য বালকের মূর্ত্তি গড়তে পেরেছিলেন রেণুবালা।

১০. গোপাল চন্দ্র সিংহরায়

ইনি বিখ্যাত কমিক শিল্পী প্রোফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর সমসাময়িক গ্রামাফোনের প্রথম যুগের কমিক শিল্পী ছিলেন। স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান হিসাবেও নাম ছিলো। রেকর্ডে তাঁর গাওয়া হাসির গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১০-২৫ সালের মধ্যে গ্রামাফোন কোম্পানীতে তাঁর বহু রেকর্ড হয়। উল্লেখযোগ্য কমিক রেকর্ডগুলো -

১. বুড়ি তুই গাঁজার যোগাড় কর, তোর জামাই এলো দিগম্বর
২. গোপালের নতুন তরজা ও লোকা ধোপার যাত্রা
৩. মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি যাত্রা ও ভিখারির চালাকি
৪. বাঙাল জমিদারের নিকট দুর্গোৎসবের ফর্দপেশ, তোত্‌লা পুরোহিত ও কালা যজমান।
৪নং কমিক জোনোফোন রেকর্ডে ক্সত্ত্বক্স নম্বরে প্রকাশিত হয়।

১১. বিনোদিনী দাসী / মিস বিনোদিনী / বিনোদিনী (হাঁদি)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলার মঞ্চে একাধিক 'বিনোদিনী' নামের শিল্পীকে পাওয়া যায়। তেমনি গানের জগতেও একাধিক 'বিনোদিনী' ছিলেন এমন প্রমাণ মিলেছে। নটী বিনোদিনী বলে যাঁর কথা আমরা জানি তিনি গ্রামাফোনে তাঁর কণ্ঠ রেকর্ড করেছিলেন এমন প্রমাণ আজও নেই। বাকী দুই বিনোদিনীর মধ্যে একজন ছিলেন ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনেত্রী যিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইতেন খুব সুন্দর। রেকর্ডে তাঁর গান বা অভিনয়ের অংশে বিনোদিনী (হাঁদি) লেখা থাকতো। রেকর্ড গবেষক মাইকেল কিনিয়ারের 'Gramaphone Company's First Indian Recordings 1899-1907-এ discography অংশে বিনোদিনী (হাঁদি) উল্লেখিত রেকর্ডের বিবরণ আছে। এছাড়াও আরো একজন বিনোদিনী দাসীর উল্লেখ পাচ্ছি বিভিন্ন রেকর্ডের লেবেল এবং ক্যাটালগে। সম্ভবত ইনি ছিলেন 'গাইনী বিনোদ', রেকর্ডে গানের শেষে শোনা যাচ্ছে - ''আমার নাম গাইনী বিনোদ।'' কোন তথ্য এ পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ না হবার কারণে রেকর্ডে বিনোদিনী সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

১২. বেদানা দাসী

জোনোফোন ও গ্রামাফোন কোম্পানীর ক্যাটালগ ও রেকর্ড লেবেলে বেদানাদাসী অতি পরিচিত নাম। নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি বহু গান তাঁর রেকর্ড হয়েছিল। শুধুমাত্র নাটকের অংশ, নাটকের গান ছাড়াও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেঁ ডুয়েট কমিক গানের হদিস পাওয়া গেছে। আরো বহু ধরনের গানের রেকর্ডই প্রকাশিত হয়েছিল — কীর্তন, টপ্পা, টপ খেয়াল, ঠুমরি, কৃষ্ণ বিষয়ক গান, প্রেম সংগীত। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটা গান —

১. আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাকতে দিলে না
২. বাজে শ্যামের মোহন বেণু
৩. গোঠে হইতে আইল নন্দ দুলাল (নন্দ বিদায়)
৪. যাবত জীবন রবে আর কা'রে ভালবাসব না
৫. আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে -রে (হিরন্ময়ী)

১৯১৪ সালে বেদানা দাসী শারদীয়া পূজার শেষ রেকর্ড করেন - ''গয়লা দিদি গো''— এবং - ''আজি এসেছি এসেছি বধূ হে''। গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা।

এরপর ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে - গ্রামাফোন কোম্পানী রেকর্ড লেবেলে স্বর্গীয়া বেদানা দাসী নামে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রেকর্ড বের করে। — দেশ বিনোদন ১৩৯১—

১৩. কৃষ্ণ চন্দ্র দে

জন্মঃ ১৮৮৬ সাল *মৃত্যুঃ ২৮/১১/১৯৬২*

গ্রামাফোন রেকর্ড, বেতার, রঙ্গঁমঞ্চ, সংগীত সম্মেলন প্রভৃতিতে নানা রীতির গান পরিবেশন করে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত রংমহল থিয়েটারের পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দেওয়া সুর ও গাওয়া গান রংমহল, মিনার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটার হাউসে খুবই জনপ্রিয় ছিলো। বাংলা, হিন্দী, উর্দু ভাষায় বহু রেকর্ড করেন, সীতা নাটকে (১৯২৪) বৈতালিকের গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি হয়। বহু ছায়াছবিতে তিনি গান করেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের গান —

১. নেচেছো প্রলয় নাচে —অসবর্না
২. জয় সীতাপতি — সীতা
৩. অন্ধকারের অন্তরেতে — সীতা

— মন্মথ নাথ রায় —

এখন বলো না কালা
কোথা ও যাবে?
জেলার যদি, এসো আজি
কুঞ্জে গেলে সাজা পাবে।।
আয় আয় সহচরী
লম্পট রসেরে ধরি
কিশোরীর কুঞ্জে আজি
চোরের বিচার হবে।।

আজিও বাসর দ্বারে
বাঁশী ফেলে অসি করে
সারা নিশি শ্যাম
পাহারা দেবে।।

আলুর সমান জিনিস কিছু নাই
জগতে সংসারে ভেবে দেখো ভাই।
কি সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট
গুণের বালাই শুনে মরে যাই।।

বলো বলো কি সুঠাম
যেন সাদা শালগ্রাম।
ডাকনাম বিলাসী আলুর বলে
তরকারী দলে যত আছে ভুমন্ডলে
আলুর কাছেতে তখন সবাই হারে।
দেহে বাড়ে বল, কোষ্ঠ হয় সরল

ভেজে খেলে যায় জ্বর কাশি
কর্নে হয় শশী দশী
বারো মাস টাট্‌কা থাকে ভাইরে
মাগ মরা পুরুষের পক্ষে এমন জিনিস রইল রে,
ভেবে দেখো আর কিছু নাই রে।।

খেয়ে ভাতে ভাত
পড়ে কুপকাত
তাই রে হেসে বলে আলু যেন
বিদেশে সম্মান পায়।।

আলুর সমান জিনিস কিছু নাই
জগত সংসারে ভেবে দেখো, ভাই,
কি সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট
গুনের বালাই লয়ে মরে যাই।।

আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আর
ছাড়ালে সকলি সার,
(রাসাম) বিলাতী আলুর বলে
এমন আলুর যে না ভালোবাসে
তার ভালোবাসার মুখে ছাই।।

—- এস.জে.মজুমদার —-

বাঙাল দেশের গোউর গাড়ির গাড়োয়ানের গান ঃ
ভাগ্নে আমার বাজায় বাঁশী
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী রে।।

(ওরে) কেন রে ভাগ্নে বাজালি
আমার প্রাণ কাড়ে নিলি রে।।

(ওরে) ঘরে রইতে নারলি
আমি হলেম উদাসী।।

১।আরে ডান - ডান হালার গরু চলে না কেন রে ?
২।আরে যা, হালার গরু পগাড়ের মধ্যি যায় কেন ? দেইখো, বাঁ, বাঁ, বাঁ
৩।ও আহমেদ, গরুটারে ধর বাপ, হালার মাথা মোটা গরু।

চলতেছেরে না ক্যানে বাপ, আরে ডান ডান
—- দুত্তোর গরুর নিকুচি করেছে, হালার গরু কোন কারে।
পগারের মধ্যে, নামুচ্যা-ডান
ও আহমেদ, তামুক টামুক খাওয়া, বুঝলি ?
আরে, অন্ধকারের মধ্যে যাও ক্যাম বা ? হালার
গরু চলতি চায় না, কমনেকার হাভাতে গরু এডা ?
ভাগ্নে আমার বাজায় বাঁশী,
আরে, বাঁশী শুনে মন উদাসী
—- আরে র, র।।

গোপাল চন্দ্র সিংহ রায় —
গোপালদা'র নতুন তরজা
কমিক।

গোপালদার এই তরজার নূতন ***question*** বেরিয়েছে।
প্রথম ঢুলির বাজনা হচ্ছে —-

ডি ডি ডি ডিডিম সো, ডি ডি ডি ডিডিম সো, ডিম সো ডিডিম সো ডিম সো, ডিম সো ডিডিম সো ডিম সো, ডিম সো ডিডিম সো ডিম সো, গোদ্দো ভেড়ের ভেড়ে, গোদ্দো ভেড়ের ভেড়ে, ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে, দাসপুর গুপিনাথপুর, ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে, দাসপুর গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, দাসপুর গুপিনাথপুর, দাসপুর গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, গুপিনাথপুর, দাসপুর গুপিনাথপুব। ধান তোল বড় বৌ, ধান তোল বড় বৌ,ধান তোল বড় বৌ, ঘুঘুতারা, ঘুঘুতারা, ঘুঘুতারা, তিন আনা তিন ঝাঁটা, তিন আনা তিন ঝাঁটা, তিন আনা তিন ঝাঁটা, বাবারে বুক গেলরে, শালা তোর কি হলোরে, বাবারে বুক গেলরে, শালা তোর কি হলোরে, দাদা গাই দেখসে গরু তার কি দেখবে, ধিনি তাকের ব্যাটা তিনি তাক, দাদা গাই দেখসে গরু তার কি দেখবে, ধিনি তাকের ব্যাটা তিনি তাক, তোর মা রেধেছে পুঁইশাক, হামি দিতে থাকি তুই খেতে থাক, গুগলি ঝিনুক বাঁত, তোর মা রেধেছে পুঁইশাক, হামি দিতে থাকি তুই খেতে থাক, গুগলি ঝিনুক বাঁ, তোর মা রেধেছে পুঁইশাক, হামি দিতে থাকি তুই খেতে থাক, গুগলি ঝিনুক বাঁ।

বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে ও মা করালবদনী, আজ আসবে দয়া করে মোর কণ্ঠে বলাও বানী, খ্যানা খ্যানা খ্যানা তিরি নাক ডি ডি ডিন্ ডিন্, বাবু আজ আসবে বেটা মোরে যে চাপান দিয়ে গেছে। ঐ চাপানের চোটে বাবু গো আমার প্রাণে ভয় ধরেছে।

ডি ডিম সো, ডি ডিম সো, বাবু দুটো একটা মধ্যে মধ্যে গরমিল হয়ে যাবে। বিয়ে পাস করা তর্জ্জাওয়ালা বাবু গো কোথায় পাবে? খ্যানা খ্যানা খ্যান কাঁই কাঁই ক্যাটা কাই ডি ডি ডি ডিম সো, বাবু কোন খানেতে সিংহের মুন্ডু গরুতে খেয়েছিল? ব্যাটা আজ আসবে আমারে এই চাপান করে গেল।।

ডি ডি ডিম সো, ওই এক কথাতে ওর চাপানের জবাব আমি সারি। ওগো আজ আসরে দয়া করে যেন মান রাখেন শ্রী হরি।

বাবু সুরথ দুগোৎসব ক'রে প্রতিমা জলে ফেলে। শুখাবার জন্য প্রতিমা রেখেছিল স্থলে। ডি ডি ডি ডি ডিম সো, ওগো প্রতিমার সিংহের বিচালির মুন্ডু গরুতে খেয়েছিল। ওগো এক কথাতে ওর চাপানের জবাব হয়ে গেল।। ব্যাটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে বড় কচ্ছে বাড়াবাড়ি। যদি ফাঁকে পেতাম আর আসর হতো বারোয়ারী।

বাবু - এই পর্যন্ত আমার তবে তর্জ্জা সাঙ্গ হলো।
ওগো মুসলমান একবার আল্লা বল,
আর - হিন্দুতে হরি বল।।

কমিক

লোকা ধোপার যাত্রা —

বেহালার লড়াই

যথা গরাদা বেষ্টিত রাজা, সারস পক্ষীর ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে তড়াং করে একটি ধরে ফেললেন - শুন শ্রীমন্ত দেখ পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত, যদি তুমি কমলে কামিনী দেখাতে না পার, নিশ্চই তোমার প্রাণদন্ড হবে, মহারাজ আমার কর্ণধার নাবিকগণ সকলেই দেখেছে, বামা বামহস্তে হস্তিধারণ পূর্বক গ্রাস করছিল, আবার উদগারিত করছিল হস্তিকে, পুনরায় গ্রাস করছিল। বোধহয় আমাদের তরনী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, বামা লোক লজ্জাভয়ে স্থানান্তরে গমন করেছে —-

এই যে ছিল কোথায় গেল কমল দল বামিনী।
লোক লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনী।।
এই যে ছিল কোথা বা লুকাল করী,
কোথা গেল যে সুন্দরী, এ মায়া বুঝিতে নারি,
এ রমনী কার রমনী।।এই যে ছিল —-

বেহালাওয়ালা বেটার অসহ্য হোল, সে বেটা ঠেলে রাগিনী ধরে ফেললেন —- রেতেনা, রেতেনা, কাল সকালে না, এখন দিন কতকই না, আ আ,তোম্না, আ আ,তোম্না, রহামনা তোম তো একেবারেই না - আ আ। এর মধ্যে আবার দাশু রায়ের পাঁচালী একটু ঢুকিয়ে দিলে মন মানস সদা ভজ দ্বিজচরণ পঙ্কজ, বামনে করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ। আবার ইংলিশ দিচ্ছে - খাক্ খাক্ খাক্ খাক্ তোরে বাঘে ধরে খাক্, তোম্না হামনা তোম তো একেবারেই না, আ আ-তার মধ্যে আবার একটু কীর্তন হলো - টাকা দিবি কি না দিবি বল, যদি না দিস তো থানায় চল,এবার আবার বেহালার চরম সীমা যেটা, সেইটে দেখাচ্ছে আর কি -

কেরাসিনি, কেরাসিনি, কেরাসিনি , ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা , কেরাসিনি, কেরাসিনি, কেরাসিনি, সরষে, সরষে, সরষে, রেডি, রেডি, রেডি, নারকোল, আবার যিনি তবলা বাজাচ্ছেন, করছেন - ঘুঘু তাড়াতে এ এ এ।।